ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1518-1528
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.373

লালন ফকিরের গানে সুফি প্রভাব: একটি আলোচনা

মৌমিতা পাল, *গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 21.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

It is not known exactly who founded the *Baul* community or how it originated. The Baul philosophy was established around the 16th century. The Bauls are the result of Vaishnavism and Sufi influence in Bengal since the Muslim rule. The Bauls were born in Bengal. Baul is generally become popular by people who are not formally educated or who are illiterate. UNESCO included Baul songs in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2008. The best example of the philosophical knowledge hidden in Baul songs is Lalon's Baul song. Both Hindu and Muslim communities belong to this Baul community. Baul songs are passed down orally through the 'Guru Parampara'. The Bauls kept their philosophy secret. They learn this philosophy from their 'Guru'. They wear saffron or black robes('*Alkhalla*'), a garland of seeds around their necks, their hair tied high, a beard on their face and a 'Ekatara' in their hands. They roam from one place to another singing songs. Humanism is their main message. Famous Baul saints include Lalon Fakir, Hason Raja, Shitalang Fakir, Ponja Shah. Among them, Lalon Fakir is considered the greatest Baul. He composed many songs in his long life. So far, five hundred and fifty songs have been found. Lalon was a rare personality. He was a saint, singer, and poet all at once. He is still discussed and respected in our society. He did not follow Vedic rituals or worldly customs. Many people used to call Lalon a Sufi. He never identified himself as a Sufi. However, Sufi influence is evident in his songs. Lalon never called himself a Baul anywhere. He introduced himself as a '*Fakir*'. In this musical genre, Lalon Fakir was talented and at the top of all in terms of depth and artistic subtlety. Analyzing Lalon songs, it can be understood that, like Sufi doctrine, Lalon Fakir's songs feature humanism, *Guruism* or *Murshidism*, non-scriptural spiritual practices, criticism of the formal path, opposition to the Sharia approach, etc. This article examines the above issue in detail.

Keywords: Baul, Sufi, Lalan, Guru Parampara, Humanism

বাউল গান হচ্ছে লোকসংস্কৃতির একটি অঙ্গ। বাংলাতেই এই বাউলের জন্ম। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন বা নিরক্ষর লোকেদের মুখে মুখে প্রচলিত হয় বাউল। অন্যান্য লোকসংগীতের মতো যেমন— ভাদু, টুসু, গম্ভীরা প্রভৃতি সাধারণ মানুষকে নীতিকথা শেখানোর জন্য বাউলের উদ্ভব হয়নি। ইউনেস্কো বাউল গানকে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity-র অন্তর্ভুক্ত করে। বাউল গানের মধ্যে যে তত্ত্বজ্ঞান লুকিয়ে রয়েছে, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ লালনের বাউল গান। লালন দীর্ঘ

অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর তত্ত্ববিষয়ক চিন্তা চেতনাকে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তাঁর গানের মধ্য দিয়ে।

লালনের সম্পর্কে আলোচনা প্রবেশের পূর্বে বাউলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উপর আলোকপাতের অবকাশ রয়েছে। বাউল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বা এর উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়। তাঁদের গুরু সম্পর্কে বা তাঁদের ধর্মের সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোকই এই বাউল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। নদীয়া যেহেতু অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল তাই অনুমান করা যেতে পারে এই সব বাউলেরা নদীয়ার অধিবাসী ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে বখতিয়ার খিলজির সময় থেকে বাংলায় মুসলমান শাসন চালু হয়। সেই সময়ই বাংলায় সুফিবাদের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে শুরু হয়েছিল।

'বাউল' শব্দের প্রথম উল্লেখ পাই আমরা মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য'-এ—

"মুকুল(ত) মাথার চুল নাংটা যেন বাউল
রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে রণে।
বিকটান কাড়িরায় বলে মাংস কাড়ি খায়
রক্ত পড়ে গলিয়া বদনে।।"[১]

এরপর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বহু জায়গায় 'বাউল' শব্দের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সেখানে চৈতন্যদেবের দশার সঙ্গে 'বাউল' শব্দটিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। অনেক গবেষক আউয়াল বা আউলিয়াকেই 'আউল-বাউল' শব্দের উৎস সম্পর্কে বলেছেন। শুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'Baul songs of Bengal' গ্রন্থে বলেছেন—

> "The word 'Baul', some think, has come from the abbreviation of the Sanskrit word 'Byakul' or ever anxious to meet his beloved, as 'Akul' also denotes an over-anxiety. It is a fact that Man and womanin union and erotic gesture form a part of Baul Sadhana."[২]
>
> "অক্ষয়কুমার দত্ত, ক্ষিতিমোহন সেন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ বাউলদের একটি সম্প্রদায় হিসাবে বর্ণনা করেছেন।"[৩]
>
> "আধুনিক কালের প্রথমার্ধ হান্টার ও রিজলে বৈষ্ণব উপসম্প্রদায় হিসাবে বাউলদের চিহ্নিত করেছেন।"[৪]

ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'বাংলার বাউল' গ্রন্থে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত 'সাধক-গায়ক-পদকর্তাদের' বাউল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কেউ কেউ বাউলদের লৌকিক উপাসকগোষ্ঠী আবার কেউ বিশিষ্ট সাধনার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কিন্তু ক্ষেত্র সমীক্ষায় জানা গেছে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজেই বাউল বর্তমান রয়েছে।

রাহুল পিটার দাস মন্তব্য করেছেন যে—

> "The Commercialization of Baul songs has resulted in a mighty industry…..which springs out fake Baul songs written and set to tunes by professional artists on their hacks."[৫]

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'বাউল' শব্দের বিভিন্ন অর্থ করেছেন। যেমন— ক) উন্মত্ত, পাগল, খ) বিহ্বল, গ) কাতর, ঘ) প্রেমে আত্মহারা ইত্যাদি।

তাছাড়া অক্ষয়কুমার দত্ত, ক্ষিতিমোহন সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখেরা 'বাউল' শব্দের উদ্ভবের পেছনে বিভিন্ন অর্থ দেখিয়েছেন।

বাউলদের গানের পূর্ণরূপ প্রকাশিত হয় মৌখিকভাবে গুরু পরম্পরার মাধ্যমে। বাউলেরা তাঁদের তত্ত্বকথা গুপ্ত রাখতেন। এই তত্ত্বজ্ঞানের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য গুরুর দ্বারা এগিয়ে যেতে হয়। এই মুর্শিদ বা গুরু হচ্ছেন সর্বশক্তিমান—

"মুরশিদ বিনে কী ধন আর আছে রে মন এ জগতে।
যে নাম স্মরণে মন রে, তাপিত অঙ্গ শীতল করে
ভববন্ধন জ্বালা যায় গো দূরে জপ ঐ নাম দিবারাতে।।"[৬]

তাই শেষে গিয়ে আল্লাহ-মুর্শিদ একাকার হয়ে যায়। বাউলেরা জ্যান্তে মরা হতে চান। পাশবিক অহংবোধকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চান। তাঁদের কাছে আমি তুমির ভেদ থাকে না। তাঁরা পরিবারের বন্ধন থেকে মুক্ত। তাঁদের কোনো ধর্ম নেই, জাত নেই। তাঁরা তাঁদের সাধনা গোপন করে রাখেন। বেশভূষার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, তাঁরা গেরুয়া বা কালো আলখাল্লা পরিধান করেন, গলায় বীজের মালা, চুল উঁচু করে বাঁধা, মুখে দাঁড়ি এবং হাতে একতারা। তাঁরা আপন মনে গান গেয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ান। তাঁদের সাধন পদ্ধতি হয় গানের মাধ্যমে। কখনো মৃদু মৃদু হাসেন আবার কাঁদেন। বাউলেরা মূলত ভবঘুরে। সাধারণ মানুষ তাঁদের পাগল বলেই বিবেচিত করতে পারে। কিন্তু তাঁদের অন্তরে অন্য কিছু ভাবনা থাকে। তাঁরা সংসারের মোহ থেকে দূরে থাকেন। তাঁদের কাছে জাতপাত, উচ্চ-নীচ প্রাধান্য পায় না। তাঁদের কাছে একটা জিনিসই প্রাধান্য পায় সেটা হলো মানুষ। মানুষই তাঁদের মূল কথা। লালন ফকির, হাছন রাজা, শীতলাং ফকির, পঞ্জা শাহ প্রমুখ বিখ্যাত বাউল সাধক। এঁদের মধ্যে লালন ফকিরকেই শ্রেষ্ঠতম বাউল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বাউল গানের নির্দিষ্ট কোনো সুর নেই। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাকুঁড়া অঞ্চলের বাউল গানের সুর ঝুমুর। নদিয়া, রাজশাহি, মুর্শিদাবাদের দিকে বাউলের সুর হচ্ছে কীর্তন। আর পূর্ববঙ্গের বাউলের সুর ভাটিয়ালি এবং উত্তরবঙ্গের অঞ্চলের বাউলের সুর ভাওয়াইয়া। লালনের গানের মূল সুর হলো কীর্তন। লালনের গানে নদিয়া, যশোর ও পাবনা অঞ্চলের ধাঁচ পাওয়া যায়—

"দেখলাম এ সংসার ভোজবাজি প্রকার
দেখতে দেখতে অমনি কেবা কোথা যায়।
মিছে এ ঘর-বাড়ি মিছে ধন টাকা-কড়ি
মিছে দৌড়াদৌড়ি করি কার মায়ায়।।"[৭]

তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে প্রচুর গান রচনা করে গেছেন। এখনও পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ গানের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। আবার বেশিরভাগ সমালোচক মন্তব্য করেন যে, লালন আড়াই হাজার বাউল গান রচনা করেছেন।

লালনের ধর্মান্তর নিয়ে অন্নদাশংকর রায় তাঁর 'লালন ফকির ও তাঁর গান' গ্রন্থে বলেছেন—

"লালন যে দীক্ষা নিয়েছিলেন সেটি আনুষ্ঠানিক মুসলিম দীক্ষা নয়। সেটি গোপনীয় দরবেশ দীক্ষা বা ফকিরি দীক্ষা.....যারা ফকিরি নেয় তারা কোনো সমাজেরই ধার ধারে না। লালন হিন্দু বা মুসলিম কোনো সমাজেই সামিল ছিলেন না।"[৮]

লালন ছিলেন এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি একাধারে সাধক, গায়ক, কবি ছিলেন। তিনি এখনও আমাদের সমাজে আলোচিত ও আদৃত। তিনি বৈদিক আচার, লৌকিক আচার-আচরণ মানতেন না। এই সংগ্রামে আকৃষ্ট হয়ে বহু লেখক, ভূস্বামী, গ্রাম্য সাধারণ মানুষ, রক্তসম্পর্কহীন মানুষ নিয়ে লালনের পরিবার গড়ে উঠেছিল।

লালনের গানের দুটি খাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগ্রহ করেছিলেন এবং তা পরে প্রকাশ করেছিলেন। এই গানগুলি প্রকাশের পর থেকেই সাধারণ জনগণ লালনের গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁর গানের মাধ্যমে যে দর্শন উঠে এসেছে তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। লালনের গান অনেকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন করেন এখনও।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে লিখেছেন—

> "রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের বাউল গান অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তাঁহার জন্যই লালনের গান সম্বন্ধে আধুনিক কালের শিক্ষিত সমাজ কৌতূহলী হইয়া উঠেন।.....খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথ লালনকে চোখে দেখেন নাই, কারণ জমিদারী কর্মোপলক্ষে তাঁহার শিলাইদহে যাইবার পূর্বেই লালনের তিরোধান হয়।.....কিন্তু তাঁহার পদে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত যে সমস্ত ইঙ্গিত ও উল্লাখ আছে, তাহাতে তাঁহাকে একজন মনীষী পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়।.....লালন নাম তাঁহার প্রকৃত লৌকিক নাম, অথবা বাউল ফকিরী দীক্ষা লাভের পর তিনি এই নামে পরিচিত হন, তাহা জানা যাইতেছে না।.....লালন বাহ্যতঃ মুসলমান ফকিরবৎ আচরণ করিলেও খুব সম্ভব আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, করিলে হিন্দুসমাজে তিনি এতটা শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিতেন না।"[৯]

এবার আমরা লালনের জন্মবৃত্তান্ত, ব্যক্তিজীবন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস করব। লালনের জন্মবৃত্তান্ত রহস্যময় হয়ে রয়েছে। লালনের জন্ম নিয়ে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন মত দিয়েছেন। কোনো কোনো সমালোচক লালনের জন্ম সালের উল্লেখ করেছেন। আবার কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, তাঁর জন্ম সংক্রান্ত কোনো সূত্রই পাওয়া যায় না। এমনকি তাঁর পিতা-মাতার নাম পর্যন্ত মেলে না। জনশ্রুতি আছে যে, ফাল্গুন মাসে ছেঁউড়িয়ার কালীগঙ্গার ঘাটে একজন মৃতপ্রায় যুবক এসে ভিড়ল। তার পুরো শরীরে বসন্ত। দরিদ্র ফকির মলম শাহ এবং তাঁর পত্নী মতিজান ফকিরানী তাকে তুলে নিয়ে এলেন। দম্পত্তির সেবা-শুশ্রূষায় সেই যুবক আরোগ্য লাভ করল। এই নিঃসন্তান দম্পত্তি সেই অচেনা যুবককে আপন ঘরে আশ্রয় দিলেন। আপন ঘরে লালিত-পালিত হলেন বলে নাম দিলেন 'লালন'। তাই বেশিরভাগ সূত্রানুসারে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, তাঁর জন্মসূত্র বা জন্মসাল অজ্ঞাত। তাঁর জন্ম সম্পর্কে কোনো লিখিত প্রমাণ নেই। মলম শাহ এবং মতিজান ফকিরানীর দ্বারা লালন লালিত-পালিত হয়েছেন এবং তাঁদেরই তিনি পিতা-মাতা হিসেবে জ্ঞান করতেন। তাঁর গুরু হলেন সিরাজ সাঁই। এবং তাঁর খুব কাছের শিষ্য হলেন দুদ্দু শাহ। লালন সম্পর্কে বহু বিভ্রান্তকর মন্তব্য রয়েছে। লালনের আখড়া ছিল ছেঁউড়িয়াতে। ১৮৯০ সালে তৎকালীন 'হিতকারী' পত্রিকায় লালনের পরিচয় সম্পর্কে লেখা রয়েছে যে—

> "লালন ফকীরের নাম এ অঞ্চলে কাহারও শুনিতে বাকী নাই। শুধু এ অঞ্চলে কেন, পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রঙ্গপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে অনেকদূর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক লোক এই লালন ফকীরের শিষ্য; শুনিতে পাই ইঁহার শিষ্য দশ হাজারের উপর। ইঁহাকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আলাপ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। কুষ্টিয়ার অনতিদূরে কালীগঙ্গার ধারে সেওরিয়া গ্রামে ইঁহার একটি সুন্দর আখড়া আছে।"[১০]

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর অর্থাৎ ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক ভোর পাঁচটায় ফকির লালন শাহ দেহত্যাগ করেন। এই দিনটি ছেঁউড়িয়াতে উৎসবমুখর পরিবেশ হয়ে উঠে প্রত্যেক বছর। বিভিন্ন জায়গা থেকে বাউল ফকিরেরা এই স্থানটিতে ১ কার্তিক এসে ভিড় করেন। সে যাই হোক, আমরা লালনের জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কিত আলোচনার বেশি গভীরে না গিয়ে, আমাদের আলোচ্য বিষয় লালনের গানে সুফিবাদ কীভাবে প্রভাবিত করেছে সেই বিষয়ের দিকে আমরা এবার আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

লালনকে অনেকেই সুফি বলে থাকেন। কিন্তু তিনি নিজেকে কখনোই সুফি বলে পরিচয় দেননি। তবে তাঁর গানে সুফি প্রভাব লক্ষ করা যায়। শক্তিনাথ ঝা উল্লেখ করেছেন—

> "বৈদিক আচার এবং লৌকিক অনাচারের বিরুদ্ধে লালনের দ্বিমুখী সংগ্রামে আকৃষ্ট হয়েছিল সেকালের বহু শিষ্ট ভূস্বামী, ঐতিহাসিক, সম্পাদক, বুদ্ধিজীবি লেখক এবং গ্রাম্য জনতা।"[১১]

লালনপন্থীদের অনেকেই লালনকে সুফি সাধক হিসেবে স্বীকৃতি দেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের জাত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি যে গানটি শুনিয়েছিলেন—

> "সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
> লালন কয়, জেতের কি রূপ, দেখলাম না এ নজরে।।"[১২]

লালন নিজেকে কোথাও বাউলও বলেননি। নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন 'ফকির' হিসেবে। তাঁর সাধনা হচ্ছে সহজ সাধনা। তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে 'দরবেশ', 'সাঁই' বলেছেন। লালন বলেছেন সবার উপরে মানুষ। লালনের গানে সুফিদের মতোই ভক্তি, জাগতিক মোহ থেকে মুক্তি ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়েছে। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই লালন একজন দার্শনিক হয়ে উঠেছেন। এই দার্শনিক ধারাটি বাউলদের সাধনার ধারার মধ্যেই নিহিত ছিল। আর এই সাধনার ধারার উপর বৌদ্ধ, নাথ, বৈষ্ণব, সুফিদের প্রভাব ছিল। কেউ কেউ তাঁকে বৈষ্ণবও বলেছেন, আবার কেউ কেউ সুফি সাধকও বলেছেন। কিন্তু এই যে সাংগীতিক ধারাটিতে লালন ফকিরের গভীরতা, শৈল্পিক সূক্ষ্মতার দিক থেকে তিনি ছিলেন প্রতিভাবান এবং সকলের শীর্ষে। বাউল গানের মধ্যে সহজ-সরল জীবনদর্শনের চিত্র পাওয়া যায়। লালন ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত মানুষ ছিলেন একজন। লালনের বহু গানে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির সুর শোনা যায়।

সুফিদের সর্বশেষ স্তর মারেফত, তেমনি বাউলদের কাছেও মারেফত হচ্ছে সাধনার শেষ পর্যায়। লালনের ভাষায়—

> "আলেফে আল্লাজি, মিম মানে নবি
> নামের হয় দুই মানে
> এক মানে হয় শরায় প্রচার
> আরেক মানে মারফতে।।"[১৩]

তাঁদের এই অশাস্ত্রীয় সাধনচর্চা ও সংবেদনশীল মন যেন সুফিদের মতোই প্রেমময়।

সুফি মতবাদে বিনয় ও ভালোবাসা প্রকাশ পায়। সুফি মতবাদ ও বাউলের একই বিষয় হচ্ছে ঐশ্বরিক সত্তার সঙ্গে যে প্রেম-ভালোবাসার বন্ধন। সেটাই লালন চর্চা করেছেন।

এই যে প্রেমানলে ডুবে সুফিরা উন্মাদ হয়ে যান, তেমনি বাউলেরাও উন্মাদ হয়ে যান এই প্রেমানলে ডুবে। যেন সর্বদাই মনের গভীরে তুষের আগুন জ্বলছে। এই উন্মাদনার অবস্থা লালনের গানে পাওয়া যায়—

> "আসার সাঁই দরদী আর কতদিন রব?
> দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াই, আর বা কোথায় যাব?

যার জন্যে হ'য়েছি পাগল, তারে কোথায় পাব?
মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে, তারে কি দিয়ে নিবাব?"[১৪]

এই প্রেমোন্মাদনার মাধ্যমে অজ্ঞাত রহস্যময়কে জ্ঞাত হতে চান। কিন্তু পারেন না। ফলে তাঁরা দৃষ্টি দেন নিজের অন্তরের গভীরে। তাঁরা বিশ্বাস করেন, এই অধরা, এই অজানা কোথাও নয়, মন্দির-মসজিদ কিংবা গির্জায় নয়, আছেন নিজের শরীরের মধ্যেই। তিনি রহস্যময় হলেও তাঁকে ডাকলে সাড়া অবশ্যই পাওয়া যায়—

"আয়ু থাকিতে আগে মরা
সাধক যে তার এমনি ধারা
প্রেমোন্মাদে মাতোয়ারা
সে কি বিধির ভয় করে...।"[১৫]

সুফিরা যেমন তাঁদের সাধনার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক পথ বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মাচরণ বেছে নেন না, তেমনি লালনও কোনো আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি কিছুই মানতেন না—

"আমার নাই মন্দির কি মসজিদ
পূজা কি বকরিদ
তিলে তিলে মোর মক্কা-কাশী
পলে পলে সুদিনা।"[১৬]

সুফিদের মতো লালন কোনো শরিয়তি পন্থা বা মুসলমানদের পাঁচ কৃত্য অর্থাৎ (কলমা, নামাজ, রোজা, হজ এবং জাকাত) সম্পর্কে বিরোধী মনোভাব পোষণ করেছেন। কারণ লালন মারফতি পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন—

"মারফতের পথিক যারা
শরার কেতাব নেয় না তারা।"[১৭]

লালন সুফিদের মতো শরিয়তকে মান্যতা দেননি। তিনি বলেছেন শরিয়ত ও মারফতের বিমিশ্রণে শরিয়ত মূল্যহীন হয়ে পড়ে থাকে এবং মারেফত হয়ে উঠে মূল্যবান—

"শরিয়ত আর মারফত যেমন
দুগ্ধেতে মিশালে মাখন,
মাখন তুললে দুগ্ধ তখন
ঘোল বলে তাতো জানে সবায়।।"[১৮]

সুফিদের মতো লালনও জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাই তিনি লিখেছেন—

"যখন তুমি ভবে এলে
তখন তুমি কী জাত ছিলে
যাবার বেলায় কী জাত নিলে
এ-কথা আমায় বল না।।"[১৯]

আবার—

"ও মন যে যা বোঝে সেইরূপ সে হয়।
রাম-রহিম করিম-কালা একই আল্লা জগৎময়।।"[২০]

সুফিদের মধ্যে মানুষ-ই শেষ কথা। তেমনি লালনের গানেও মানুষভজন ও মানবমহিমা গুরুত্ব পেয়েছে—

"মানুষতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে।

সেকি অন্য তত্ত্ব মানে।।
মাটির ঢিবি কাঠের ছবি
ভূত ভাবি সব দেবদেবী
ভোলে না সে অন্যরূপী
মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে।।"[২১]

বাউল হচ্ছে গুরুবাদী সম্প্রদায়। সুফিধারাতেও গুরুবাদ রয়েছে। আমরা লালনের গানে পাই—

"গুরু তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী
গুরু তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী
গুরু তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী
না বাজাও বাজবে কেনে।।"[২২]

তিনি আরও বলেছেন—

"গুরু বিনে কী ধন আছে।
কী ধন খুঁজিস ক্ষ্যাপা কার কাছে।"[২৩]

গুরুর উপদেশ ছাড়া ভজন সাধনা বৃথা। সুফি সাধক ও লালন একই মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন গুরুকে নিয়ে—

"গুরুচরণ অমূল্য ধন বাঁধ ভক্তিরসে।
মানব-জনম সফল হবে গুরু উপদেশে।"[২৪]

বাউলেরা তাঁদের তত্ত্বকথা গুপ্ত রাখতেন। এই তত্ত্বজ্ঞান শিখতেন গুরু পরম্পরার মাধ্যমে। এই তত্ত্বজ্ঞানের পথ গুরুর হাত ধরে শিখতে হয়। এই মুর্শিদ বা গুরু শিষ্যদের কাছে সর্বশক্তিমান—

"মুরশিদ বিনে কী ধন আর আছে রে মন এ জগতে।
যে নাম স্মরণে মন রে, তাপিত অঙ্গ শীতল করে
ভববন্ধন জ্বালা যায় গো দূরে জপ ঐ নাম দিবারাতে।।"[২৫]

তাই শেষে গিয়ে আল্লাহ-মুরশিদ একাকার হয়ে যায়।

'মনের মানুষ' শব্দটি লালনের গানেই আমরা প্রথম লক্ষ করি। এই মনের মানুষ সুফিদের অদ্বিতীয়-র সমতুল্য। সুফি সাধকেরা যে অদ্বিতীয়ের সঙ্গে মিলিত হতে চান বাউলেরা নিজেদের সেই অদ্বিতীয়ের নামকরণ করেছেন 'মনের মানুষ'। সুফিদের মতো লালন ফকিরও মনের মানুষের অনুসন্ধানে ঘুরে ফিরেছেন—

"মিলন হবে কতদিনে।
আমার মনের মানুষের সনে।।"[২৬]

মুর্শিদ ধরে সাধনার পথে এগিয়ে যাওয়ার কথা লালন তাঁর বিভিন্ন গানে প্রকাশ করেছেন—

"মুরশিদ ভজনা বিনে ও জীবের উপায় নাই।
রোজা নামাজ হজ জাকাত মানা কিছু নাই—
মুরশিদ ভজনা বিনে জীবের আর গতিক নাই।।"[২৭]

সুফিরা যেমন মুর্শিদকে সামনে রেখে তাঁদের ভজন সাধনা করেন তেমনি লালনও একই কথা বলেন—

"খোদ খোদার প্রেমিক যে জনা।
মুর্শিদের রূপ হৃদয়ে রেখে কর ভজন-সাধনা।।"[২৮]

সুফিদের মতো লালনও মানবাধিকারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। শুধু সুফি নয় সব ধর্মের একই বার্তা মানবপ্রেম। মানবতাবাদের জয়গান সব ধর্মের লক্ষণীয় বিষয়। লালন তাই গেয়েছেন—

"মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।
মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপা রে তুই মূল হারাবি।।"[২৯]

সুফিদের কিছু কিছু শব্দ বাউল গানে পাওয়া যায়। লালনের গানেও এই শব্দগুলোকে খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন— আল্লাহ, মুর্শিদ, মুরিদ, রসুল, নবি, ফানা, শরিয়ত।

আল্লাহ শব্দটি লালনের গানে বহু জায়গায় দেখা মেলে—

"আল্লাহ মালিক দিন দুনিয়ার
প্রিয় তুমি হে পরোয়ার,
দু'হাত তুলেছি তোমার দরবারে
প্রার্থনা কবুল করো আমার।।"[৩০]

নবি— "অপারের কাণ্ডার নবিজি আমার
ভজন-সাধন বৃথা নবি না চিনে।"[৩১]

রসুল— "মক্কায় যেয়ে হজ্ব করিয়ে
রাসুলের রূপ নাহি দেখি
মদিনাতে যেয়ে রাসুল
মরেছে তার রওজা দেখি।।"[৩২]

মুর্শিদ— "মুরশিদকে মানিলে খোদার মান্য হয়।
সন্দ যদি হয় কাহারো কোরান দেখলে মটে যায়।।"[৩৩]

জিকির— "হরদমে যে করে জিকির
তাকে জানিও ফকির
খোদে খোদা তার কল্‌বে হাজির
ফকির লালন তাই বলে।"[৩৪]

ফানা— "সাঁই দরবেশ যারা আপনারে ফানা করে
অধরে মিশে তারা
.....
ফানার ফিকির না জানিলে
ভস্ম মাখা হয় মস্করা।।"[৩৫]

শরিয়ত— "শরিয়তের বুনিয়াদে
পাবে না তা কোন মতে
জানা যাবে মারেফাতে
যদি মনের বিকার যায়।"[৩৬]

সামগ্রিক আলোচনার শেষে বলা যায়, সুফিদের জন্ম পারস্য, আরবে হলেও, তা বিকাশ লাভ করেছিল মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষে। বাংলায় প্রবেশের পূর্বে সুফিরা উত্তর ভারতে নিজেদের ভিত স্থাপন করেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে সুফিবাদ বঙ্গে বিস্তার লাভ করে। বাউল মতবাদের সাল-পঞ্জি নির্ণয় করা অসম্ভব। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীতে বাউল মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুসলিম শাসনের পর থেকে বঙ্গে বৈষ্ণব ও সুফি প্রভাবের

ফল হলো বাউল। বাউলে যে নিজেকে জানার কথা আছে, উপনিষদের 'আত্মানং বিদ্ধি'। সুফিতত্ত্বে যে প্রেমের মধ্য দিয়ে এক এবং অদ্বিতীয়-এর কাছে পৌঁছতে চান, বাউলেরা তেমনি 'মনের মানুষ' বা 'অচিন পাখি'-র সন্ধান করেছেন। লালনের বহু গানেই এই মনের মানুষের সন্ধান লক্ষ করা যায়।

লালন বাউল শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলে অত্যুক্তি হবে না। লালন ফকির-দরবেশ, লালন একজন সুফি, লালন বৈষ্ণব নাকি লালন হিন্দু না মুসলমান– তিনি যে প্রকৃতপক্ষে কী, এই বিষয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। কুষ্টিয়াতে লালনের আখড়া ছেউরিয়াতে বৈষ্ণব ও সুফিবাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ফলে লালনের চিন্তাধারাতেও এই দুই মতবাদের প্রভাব রয়েছে। সুফি ধারার মতোই লালন তাঁর গানে শরিয়তি পন্থাকে দূরে রেখে মারফতি পন্থাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সুফিদের মতোই লালনের গানে মানুষই প্রাধান্য পেয়েছে। আবার এই যে সাধন পথ তা গুরু পরম্পরার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হয় এবং মুর্শিদের হাত ধরেই সাধক মুরিদে উন্নীত হন তা সুফিধারার অনুরূপ লালনের গানেও একই বার্তা ঘোষিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. গনী, ওসমান। ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ। পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮, কলকাতা, পৃ. ৪৫১।
২. মণ্ডল, তাপস, সম্পাদনা। বাউল চর্চা ও বাংলার লোকসংস্কৃতি। পুস্তক বিপণি, নভেম্বর ২০১৬, কলকাতা, পৃ. ১২৮।
৩. ঝা, শক্তিনাথ। ফকির লালন সাঁই: দেশ কাল এবং শিল্প। সংবাদ, বইমেলা ২৬ জানুয়ারি ২০০৭, কলকাতা, পৃ. ১৫০-১৫১।
৪. তদেব, পৃ. ১৫১।
৫. Das, R.P New Publications on Bengali Syncretistic Religion, University of Hamburg, Journal of the American Oriental Society, Pg. 114.
৬. আহসান চৌধুরী, আবুল, সম্পাদনা। লালনসমগ্র। পাঠক সমাবেশ, জানুয়ারি ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ৫৮৩।
৭. তদেব, পৃ. ৪০৭।
৮. রায়, অন্নদাশংকর। লালন ফকির ও তাঁর গান। কবি, কলকাতা, পৃ. ১৭।
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড: দ্বিতীয় পর্ব)। মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩-১৪, কলকাতা, পৃ. ৩৮৪-৩৮৬
১০. আহসান চৌধুরী, আবুল সম্পাদনা। লালনসমগ্র। পাঠক সমাবেশ, জানুয়ারি ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ৭০৭।
১১. ঝা, শক্তিনাথ। ফকির লালন সাঁই: দেশ কাল এবং শিল্প। সংবাদ, বইমেলা ২৬ জানুয়ারি ২০০৭, কলকাতা, পৃ. ১৪৯।
১২. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ। বাংলার বাউল ও বাউল গান। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১ বৈশাখ ১৪২৬, কলকাতা, পৃ. ৬৪২।
১৩. আহসান চৌধুরী, আবুল সম্পাদনা। লালনসমগ্র। পাঠক সমাবেশ, জানুয়ারি ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ১৪৭।
১৪. এনামুল হক, মুহম্মদ। বঙ্গে স্বূফী প্রভাব। র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০১৫, ঢাকা, পৃ. ১৩৪।
১৫. সাইফুল, সাইফুদ্দিন। মহাত্মা লালন গুরুবাদী দর্শনের মহাসাধক। রোদেলা প্রকাশনী, একুশে বইমেলা ২০২১, ঢাকা, পৃ. ৬৮।
১৬. এনামুল হক, মুহম্মদ। বঙ্গে স্বূফী প্রভাব। র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০১৫, ঢাকা, পৃ. ১৩৬।
১৭. চক্রবর্তী, সুধীর। ব্রাত্য লোকায়ত লালন। নবযুগ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৮, ঢাকা, পৃ. ১১৪।
১৮. তদেব, পৃ. ১২১।

১৯. আহসান চৌধুরী, আবুল সম্পাদনা। লালনসমগ্র। পাঠক সমাবেশ, জানুয়ারি ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ৩৫৪।
২০. তদেব, পৃ. ১৯৭।
২১. তদেব, পৃ. ৫৭২।
২২. তদেব, পৃ. ৩২৪।
২৩. তদেব, পৃ. ৩২১।
২৪. তদেব, পৃ. ৩২৫।
২৫. তদেব, পৃ. ৫৮৩।
২৬. তদেব, পৃ. ৫৭৮।
২৭. চক্রবর্তী, সুধীর। ব্রাত্য লোকায়ত লালন। নবযুগ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৮, ঢাকা, পৃ. ১১৮।
২৮. আহসান চৌধুরী, আবুল সম্পাদনা। লালনসমগ্র। পাঠক সমাবেশ, জানুয়ারি ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ৩০৩।
২৯. তদেব, পৃ. ৫৭৪।
৩০. সাইফুল, সাইফুদ্দিন। মহাত্মা লালন গুরুবাদী দর্শনের মহাসাধক। রোদেলা প্রকাশনী, একুশে বইমেলা ২০২১, ঢাকা, পৃ. ৯৫।
৩১. তদেব, পৃ. ৯৬।
৩২. আহসান চৌধুরী, আবুল, সম্পাদনা। লালনসমগ্র। পাঠক সমাবেশ, জানুয়ারি ২০১৪, ঢাকা, পৃ. ৬২৯।
৩৩. তদেব, পৃ. ৫৮৪।
৩৪. মিঞা, করিম ও মো, আবদুল সম্পাদনা। বাংলার বাউল-ফকির সাধনা ও দর্শন। নবযুগ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ঢাকা, পৃ. ৬২।
৩৫. দ্রষ্টব্য। তদেব, পৃ. ৭০।
৩৬. তদেব, পৃ. ২৬২।
৩৭. এনামুল হক, মুহম্মদ। বঙ্গে স্থূফী প্রভাব। র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০১৫, ঢাকা, পৃ. ১৩৩।

গ্রন্থপঞ্জি:

সহায়ক গ্রন্থ:

১. আহসান চৌধুরী, আবুল সম্পাদনা। লালনসমগ্র। পাঠক সমাবেশ, জানুয়ারি ২০১৪, ঢাকা।
২. এনামুল হক, মুহম্মদ। বঙ্গে স্থূফী প্রভাব। র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০১৫, ঢাকা।
৩. করিম মিঞা ও মো, আবদুল সম্পাদনা। বাংলার বাউল-ফকির সাধনা ও দর্শন। নবযুগ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ঢাকা।
৪. গনী, ওসমান। ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ। পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮, কলকাতা।
৫. চক্রবর্তী, সুধীর। ব্রাত্য লোকায়ত লালন। নবযুগ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৮, ঢাকা।
৬. ঝা, শক্তিনাথ। ফকির লালন সাঁই: দেশ কাল এবং শিল্প। সংবাদ, বইমেলা ২৬ জানুয়ারি ২০০৭, কলকাতা।
৭. Das, R.P New Publications on Bengali Syncretistic Religion, University of Hamburg, Journal of the American Oriental Society.
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড: দ্বিতীয় পর্ব)। মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩-১৪, কলকাতা।
৯. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ। বাংলার বাউল ও বাউল গান। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১ বৈশাখ ১৪২৬, কলকাতা।

১০. মণ্ডল, তাপস, সম্পাদনা। বাউল চর্চা ও বাংলার লোকসংস্কৃতি। পুস্তক বিপণি, নভেম্বর ২০১৬, কলকাতা।
১১. রায়, অন্নদাশংকর। লালন ফকির ও তাঁর গান। কবি, কলকাতা।
১২. সাইফুল, সাইফুদ্দিন। মহাত্মা লালন গুরুবাদী দর্শনের মহাসাধক। রোদেলা প্রকাশনী, একুশে বইমেলা ২০২১, ঢাকা।